দামুড়হুদায় মাছ লুটপাটের ঘটনা পরিদর্শনে সেনা সদস্যরা

দামুড়হুদা ডুগডুগী কাটান বিলে মাছ লুটপাটের ঘটনায় হারুন শাকিলদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর কাছে অভিযোগ করেছে ভুক্তভোগী ডুগডুগি গ্রামের মিজানুর রহমান। অভিযোগ উঠেছে চলতি মাসের ৬ তারিখে সকাল ১০ টার দিকে বিলে বিষ দিয়ে ৫০ বিঘা জলমহালের প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকার বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ৪শ মন মাছ লুটপাট করে হারুন শাকিলরা। এবিষয়ে অভিযোগ পেয়ে সেনা সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

অভিযোগ সুত্রে জানাগেছে, ডুগডুগি কাটান নামক বিল/জলকার বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে লীজ গ্রহন করে দীর্ঘ ২৪ বছর যাবৎ অর্থাৎ ২০০০ সাল হতে মাছ চাষ করে দেশের আমিষ যোগানে সহযোগিতা করে আসছে। যাহার পরিমান প্রায় ৫০ বিঘার মতো হবে। গত ইং- ০৫/০৮/২০২৪ তারিখে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ০৬/০৮/২০২৪ ইং তারিখ রোজ-মঙ্গলবার, সকাল- ১০ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুর গ্রামের মৃত আবুল হোসেন এর ছেলে মোঃ হারুন এবং একই গ্রামের মৃত মজিবর হোসেন এর ছেলে মোঃ শাকিল হোসেন আমার বিলে বিষ প্রয়োগ করে এবং লোকনাথপুর গ্রামের দরা কসাই এর ছেলে মোঃ নজু সহ অজ্ঞাত ১০-১২জন মিলে ডোরা জাল দিয়া সকাল ১০টা হইতে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত প্রায় ৪০০ মন বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরিয়া লুট করিয়া লইয়া যায়। যাহার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা।

বিলের গার্ড সাধন ও আব্দুস সালাম বাঁধা দিলে ওরা তাদেরকে লাঠি দ্বারা মারধর করিয়া জীবন নাশের ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়া বিল হতে চলে যেতে বাধ্য করে। এঘটনা এলাকার শত-শত মানুষ দেখেছে এবং সাক্ষী আছে। এবিষয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত দৈনিক মাথাভাঙ্গা, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল, দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন, দৈনিক খাস খবর পত্রিকায় অভিযুক্ত দের নাম দিয়ে খবর ছাপা হয় এবং স্থানীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক নেত্রীবৃন্দ ঘটনার পরিদর্শন পূর্বক অভিযুক্তদের শাস্তি দাবী করেন। অভিযোগ পেয়ে কর্তব্যরত সেনাবাহিনী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং অভিযুক্তদের বাড়িতে গেলে তাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে ভুক্তভোগী মিজানুর রহমান বলেন, আমার উপর যদি ওদের কোন রাগ থাকে বা কোন অভিযোগ থাকে তাহলে তারা আমার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতো। আমাকে জানাতে পারতো, কিন্তু কোন

কিছু না বলেই তারা আমার গাং এ বিষ প্রয়োগ করে সব মাছ মেরে দিয়েছে। ছোট ছোট চারা মাছ সব শেষ করে দিয়েছে। বড় মাছগুলো সব বেড় জাল দিয়ে ধরে নিয়ে গেছে। আমি চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি, আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। আমি এর সুস্থ বিচার চাই।

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের কার্যক্রম শুরু

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আজ সোমবার দুপুর ২টা থেকে থানার সকল কার্যক্রম শুরু হয়।

থানা পুলিশের কার্যক্রম শুরু করার জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান এর নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি বৃহৎ টহল দল জেলা ব্যাপি মহরা দেয়। তারই ধারাবাহিকতায় দামুড়হুদা বাস স্ট্যান্ড এলাকা অতিক্রম করে ডুগডুগি পশুহাটের উপর দিয়ে দর্শনা থানার দিকে রওনা করে। এরই মধ্যদিয়ে দামুড়হুদা উপজেলার দুইটি থানা, দামুড়হুদা মডেল থানা ও দর্শনা থানা পুলিশের কার্যক্রম শুরু হয়। পুলিশের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকেই জনমনে স্বস্তি ফিরতে শুরু করেছে।

এক সপ্তাহের বেশী সময় পরে মাঠপর্যায়ে পুলিশের উপস্থিতি দেখে সাধারণ মানুষ আনন্দিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তায় পুলিশ প্রশাসনের কোন বিকল্প নেয় বলে অভিমত পোষণ করেন এলাকার স্থানীয় সাধারণ মানুষ।

তারা বলেন, পুলিশ জনগণের বন্ধু, তারা যেনো আর কখনো জনগণের রোষানল পরিনত না হয়। পুলিশই পারে সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। কোন ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলের কারো প্ররোচনায় পুলিশ যেনো আর ব্যাবহার না হয়। তাহলে সাধারণ মানুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পুলিশ জনতা এক যুগান্তকারী শক্তিতে পরিনত হবে। এতে করে বাংলাদেশর জনগণের কখনো কোন রাজনৈতিক দল ক্ষতি করতে পারবেনা। আমরা সাধারণ মানুষ চাই পুলিশ যেনো সব সময় সাধারণ মানুষের সাথে থাকে।

চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের নেতৃত্বের সংস্করণসহ দু’দফা দাবীতে সংবাদকর্মী মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের নেতৃত্বের সংস্করণের দাবী জানিয়েছে জেলা সাধারণ সাংবাদকর্মী ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। গতকাল রবিবার দুপুর ৩টায় জেলার সাধারণ সংবাদকর্মী ও বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীরা দু’দফা দাবী জানিয়ে প্রেসক্লাবের সামনে সমবেত হয়।

এসময় তারা প্রেসক্লাবে রাজনৈতিক প্রভাব সম্পৃক্তকরণ ও সাধারণ সংবাদকর্মীদের অধিকার হরণের প্রতিবাদ জানিয়ে দু’দফা দাবি পেশ করেন। এ দাবীতে তারা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন প্রাব বিস্তার করে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবকে কুক্ষিগত করার পায়তারায়, যোগ্যদের প্রেসক্লাবে অর্ন্তভূক্তকরণ করা হয়নি। তাদেরকে অর্ন্তভূক্ত করে, বর্তমান কার্য নির্বাহী কমিটি ভেঙ্গে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করতে হবে।

আন্দোলনকারী গণমাধ্যমকর্মীদের পক্ষে জানানো হয়, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সর্বশেষ নির্বাচনের পর নির্বাচিত কমিটি ক্লাবের সদস্য ব্যতীত সকল গণমাধ্যমকর্মীদের ক্লাবে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করেছে। চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব জেলার সাধারণ সাংবাদিকদের অধিকার হরণ করে স্বার্থান্বেষীভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলো। প্রকৃত সাংবাদিকদের বাইরে রেখে দলীয় প্রভাবের মাধ্যমে ক্লাবকে কুক্ষিগত করে রাখা হয়েছে। সরাসরি রাজনীতি করে ও দলীয় সমর্থনে নির্বাচিত পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর কামরুজ্জামান চাঁদ প্রেসক্লাবের নির্বাহী কমিটির পদে রয়েছেন। চুয়াডাঙ্গা আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক আবুল হাশেম ও মুহাম্মদ আতিয়ার রহমান এবং একই প্রতিষ্ঠানের শারীরিক প্রশিক্ষক ইসলাম রকিব সরকারি চাকরী ও এমপিওভুক্ত চাকরী করেও এ ক্লাবের নির্বাহী পদে আছেন। শুধু তাই নয়, ক্লাবের গঠনতন্ত্র না মেনে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বছরের পর বছর যোগ্য সংবাদকর্মীদের সদস্য পদ দেয়া থেকেও বিরত রয়েছে প্রভাবশালী কয়েকজন। ক্লাবের গঠনতন্ত্রে স্থানীয় গণমাধ্যমের

আন্দোলনে দেখা যায়, চুয়াডাঙ্গার গণমাধ্যমকর্মীদের মধ্যে সাংবাদিক হুসাইন মালিক, মাহফুজ মামুন, সুস্থির আজাদ, আহসান আলম, সাঈফ জাহান, মেহেরাব্বিন সানভী, আলমগীর হোসেন, আজাদুল ইসলাম আজাদ, এফ.এ.আলমগীর, রুদ্র রাসেল, বজলুল আলম জীবন, সাইফুল ইসলাম, সাকিবুর রহমান সাকিব, সাকিব আল হাসানসহ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় আনসার ভিডিপির উদ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা উপজেলা আনসার ও ভিডিপির উদ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল ১১ টার দিকে এ বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন উপজেলা আনসার ভিডিপির কর্মকর্তা আজিজুল হাকিম।

এ সময় আনসার ও ভিডিপি’র উপজেলা প্রশিক্ষক মাজিদুল হকসহ ইউনিয়ন দলনেতা ও দলনেত্রী এবং আনসার প্লাটুন কমান্ডার ও সহকারি আনসার প্লাটুন কমান্ডার উপস্থিত ছিলেন।

বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে আনসার কর্মকর্তা আজিজুল হাকিম বলেন, দেশের পরিবেশ ধরে রাখতে হলে গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। সকলে নিজ উদ্যোগে বাড়িতে কমপক্ষে দুটি গাছ রোপন করতে হবে। নিজের পাশাপাশি গাছ রোপনে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এর আগে আনসার ও ভিডিপির কর্মীদের মাঝে তাদের পরিচয়পত্র বিতরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার আইলহাঁসে চিরকুট লিখে হোটেল মালিকের আত্মহত্যা

আমাকে গোসল করাবা দোকানের মধ্যে যেটি হোটেল হিসেবে আছে। আমার কাপড় চোপড় ইত্যাদি যা আছে, তোমার কাজে লাগলে নিবা। তা না লাগলে গরীব কাউকে দিয়া দিবা। তোমাকে আমি ফোন দিব ফজরের নামাজের পর। এভাবে চিরকুট লিখে আত্মহত্যা করেছেন আবু সাবের (৫৫) নামের এক হোটেল ব্যবসায়ী।

গতকাল রবিবার রাতে আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস গ্রামে তার একটি হোটেলে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যা করেছেন। নিহত আবু সাবের খুলনা জেলার সিটি কর্পোরেশন এলাকার বানিয়া খামার বাড়ির সোনাডাঙ্গা গ্রামের মৃত আব্দুর রহিমের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, গত ৫ বছর আগে পারিবারিক বিরোধের কারণে নিহত আবু সাবের খুলনা থেকে আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস গ্রামের পূর্ব পরিচিত হাবিবুর ফকিরের বাড়িতে ওঠেন। তিনি কিছুদিন তার বাড়িতে থাকায় তাদের পারিবারিক ঝামেলা দেখা দেয়। এরই একপর্যায়ে আবু সাবের হাবিবুর ফকিরের বড় ভাই আশানুর ফকিরের বাড়িতে ওঠেন। তার বাড়িতে দীর্ঘদিন বসবাস করছিল। আশানুর ফকিরের দেওয়া জায়গায় গত ৬ মাস আগে সে চা, কফি ও হোটেল নির্মাণ করে ব্যবসা করছেন। গত শনিবার রাতে ১৬ পৃষ্ঠার একটি খাতায় তার মান অভিমানের কথা লিখে এক যুবকের কাছে দেয়। তাকে জানায়, গতকাল রবিবার সকালে আশানুর ফকিরের ছেলে মিজানের নিকট খাতাটি দিবে।

তারা আরও জানান, গত শনিবার রাতে সবাই বাড়িতে চলে গেলেও আবু সাবের তার ওই হোটেলেই ছিল। রবিবার সকালে দোকান বন্ধ দেখে স্থানীয়রা ডাকাডাকি করে। পরে এলাকাবাসী ও পুলিশের সহযোগীতায় হোটেলের দরজা ভেঙে আবু সাবের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

এলাকাবাসী দাবি করে, খাতায় ১৬ পৃষ্ঠায় লেখা তার মান-অভিমানের কথা লেখা থাকলেও ঝুলন্ত লাশ দেখে মনে হচ্ছে তাকে হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

খবর পেয়ে থানার উপ- পরিদর্শক (এসআই) গোলাম হোসেন ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে সুরতহার রিপোর্ট সংগ্রহ করেছেন।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করেছে। লাশের সুরতহাল রিপোর্টও নেওয়া হয়েছে। এঘটনায় নিহত বৃদ্ধার আত্নীয়রা এসে অপমৃত্যু মামলা দায়ের করেছেন।

দামুড়হুদায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্ররা বাজার মনিটরিং ও ট্রাফিকের দায়িত্বে

বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন কারী ছাত্র-ছাত্রীরা দামুড়হুদা উপজেলা শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বাজার মনিটরিং ও ট্রাফিকের দ্বায়িত্ব কর্মসূচি পালন করেছে।

আজ রবিবার সকাল ৯টার দিকে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ, দর্শনা সরকারি কলেজ, দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুল, ফাস্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি, ফাস্ট মাল্টিমিডিয়া, রোভার স্কাউট, স্কাউট সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দামুড়হুদা উপজেলার সমন্বয়ক দর্শনা সরকারি কলেজের এইচএসসি ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী জিতু আহসান বলেন, রবিবার সকালে আমাদের শিক্ষার্থীরা দামুড়হুদা উপজেলা শহর এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও বাজার মনিটরিং কর্মসূচি পালন করে। পরে দুপুর থেকে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ডে ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করে সড়কে নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

রাখতে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ান

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ সহ এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা স্বাভাবিক রাখতে দর্শনা সাংবাদিকদের সাথে প্রেসব্রেফিং করেছে।

গতকাল শনিবার দুপুর ২ টার দিকে দর্শনা থানায় পুলিশ – বিজিবির যৌথ উদ্যোগে এ প্রেসব্রেফিং অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রেসব্রেফিংয়ে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ানের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান বলেন, দেশের স্বার্থে দর্শনা থানা পুলিশ কে মাঠে নেমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কাজে নিয়োজিত থাকার আহ্বান করেন। প্রয়োজনে বিজিবি সার্বক্ষণিক তাদেরকে সহযোগিতা করবে বলে তিনি জানান।

তিনিও আরও বলেন সীমান্ত এলাকা এই এলাকায় কোন প্রকার ডাকাতি ছিনতাই অবৈধ মাদক চাঁদাদাবিসহ যে দলেরই হোক কোন প্রকার ছাড় দেওয়া হবে না। এ সময় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা বলেন,আমাদের ১১ দফা দাবি দিয়েছি এ দাবিগুলো মেনে নিলে আমরা সবাই আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে বদ্ধপরিকর থাকবে বাংলাদেশ পুলিশ। সে সাথে বলেন আমরা প্রয়োজনে যৌথভাবে টহল জোরদার করা হবে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন,দর্শনা থানার ওসি অপারেশন শফিকুল ইসলাম, এস আই তারেক, এ এস আই আবু হানিফসহ পুলিশ বিজিবির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার মোড়ে মোড়ে

যানবাহনের শৃঙ্খলা ফেরাচ্ছে শিক্ষার্থীরা

অগোছালো আলমডাঙ্গা পৌর শহরের যানবাহনের শৃঙ্খলা ফেরাতে সড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ট্রাফিকের দায়িত্বপালন করছে কলেজপড়ুয়া শিক্ষার্থীরা। গত তিন দিন যাবৎ শহরের আলতায়েবা মোড়, চারতলার মোড়, রেল স্টেশন, সাদাব্রিজ ও লালব্রিজ এলাকায় তাদের দায়িত্বপালন করতে দেখা যায়। ছাত্রদের পাশাপাশি রয়েছে গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আনসার সদস্যরাও।

আজ শনিবার সকালে লালব্রিজ মোড়ে দায়িত্ব পালন করছিলেন কয়েকজন ছাত্র। দায়িত্বপালনে কথা হয় আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের দ্বাদশ পড়ুয়া শিক্ষার্থী সজিব আহমে¥দের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘নাজুক অবস্থায় পৌর শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা। এ শহরে যানবাহনের সংখ্যা বাড়লেও দীর্ঘদিন ট্রাফিক কোন ব্যবস্থা ছিল না। যত্রতত্র পাকিং ও শৃঙ্খলা বিহীন যানবহন চলাচলে শহরে যানজট লেগেই থাকত। আমরা শহরের গুরুত্বপূণ মোড়ে মোড়ে যানবাহনের শৃঙ্খলা ফেরানোর চেষ্ঠা করছি।

আরেক শিক্ষার্থী সাজেদুর রহমান সানজিদ বলেন, দেশের পাশাপাশি আমাদের নিজেদের শহর সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে। বৈষম্য ছাত্র সংগঠনের সাধারণ শিক্ষার্থীরা এক সঙ্গে সড়ক পরিচ্ছন্ন অভিযান চালানো হয়েছে।

ছাত্রদের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে পৌর এলাকায় বসবাসরত সাধারণ মানুষ। তারা দাবি করেন, এ শহরে দিন দিন বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। সড়কজুড়ে যানজট, ফুটপথ দখল, যত্রতত্র যানবাহন পাকিং করায় চলাচলে ভোগান্তির শেষ থাকে না। পৌর কতৃপক্ষ জলাবদ্ধতা দুরীকরণেও কোন সময় উদ্যোগ নেয়নি। এ শহরে যানবহন বাড়লেও ট্রাফিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেনি তারা। সড়কে পরিচ্ছন্নতার নামে তামাশা করে। আজকের ছাত্র আলমডাঙ্গা পৌরবাসীকে দেখিয়ে দিচ্ছে। ইচ্ছা করলেই সব কিছু সম্ভব।

আলমডাঙ্গা উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা আজিজুল হাকিম বলেন, ‘গণঅভ্যুত্থানের পর শহরে কোন পুলিশ নেই। শহরের শৃঙ্খলা রক্ষায় ছাত্রদের পাশাপাশি আনসার সদস্যরাও দায়িত্বপালন করছেন। এ অবস্থায় শহরবাসীর জীবনযাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা আমাদের

দায়িত্ব। এই দায়িত্ববোধ থেকেই সড়কে যানজট নিয়ন্ত্রণে নেমেছি।

দর্শনা সরকারী কলেজের ৮৯ ব্যাচের পূর্ণ মিলনী সামনে রেখে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

আগামী ডিসেম্বর-২০২৪ দর্শনা সরকারী কলেজের ৮৯ ব্যাচের পূর্ণ মিলনী সামনে রেখে ১ম প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৫টায় দর্শনা প্রেসক্লাবে দর্শনা কলেজের ৮৯ ব্যাচের আহবায়ক কমিটির উদ্যোগে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৮৯ ব্যাচের আহবায়ক আজিজুল হকের সভাপতিত্বে সভায় বেশ কিছু প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক পযার্য়ে এসব প্রস্তুতির মধ্যে সেপ্টেম্বর মাসে ৮৯ ব্যাচের সকলের সাথে যোগাযোগ করা হবে। আক্টোবর মাস জুড়ে রেজিষ্টেশন চলবে এবং নভেম্বর মাসে উপকরণ যেমন সুবিনির, ব্যানার, ব্যার্চ, ক্রেস্ট, গেঞ্জী ক্রয় তালিকা করে প্রস্তুতি গ্রহন করাসহ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

তবে আগামীতে আরো বেশ কিছু সভার মাধ্যমে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করে অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করা হবে বলে উপস্থিত সকলেই জানান। সভায় উপস্থিত ছিলেন,যুগ্ম আহবায়ক আওয়াল হোসেন, এরশাদুল হক কচি, মহাইমিনুল হক মিনা, হুমায়ন কবির, সাকিল আহম্মেদ, আব্দুস ছামাদ আজাদ বিপু, মোজাফ্ফর হোসেন ইনু ও সলিম উল্লাহ।